কালের কণ্ঠ

তারিখ ..05. JAN..2014...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম .... ৬ ......

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উন্মত্ত ধ্বংসযজ্ঞ

- ৩৪ জেলায় শতাধিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসায় পেট্রল ছিটিয়ে আগুন, বোমা হামলা
- বিভিন্ন জেলায় ব্যালট ও ভোট সরঞ্জাম ছিনতাই, আগুন
- লক্ষ্মীপুরে পুলিশের রাইফেল ছিনতাই

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▶

বছরের শুরুতে নতুন বই হাতে বিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা শিশু-কিশোরদের। এর আগেই কথিত রাজনীতির হিংস্রতায় তাদের বিদ্যালয় পুড়ে ছারখার হলো। গত শুক্রবার রাত থেকে গতকাল শনিবার রাত পর্যন্ত রাজধানী ঢাকাসহ ৩৪ জেলায় শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পেট্রল ছিটিয়ে কিংবা পেট্রলবোমা মেরে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ নিয়ে গত তিন দিনে ৩৫টি জেলায় শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগুন দেওয়া হয়েছে। আগুনে মানুষ গড়ার এসব প্রতিষ্ঠানের স্থাপনার সঙ্গে পুড়ে গেছে বই, আসবাবসহ শিক্ষার উপকরণ। এসব প্রতিষ্ঠান আজ রবিবার দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের কথা।

এ ছাড়া আরো অন্তত চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগুন দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে একটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র। দুটি জেলায় ব্যালট ও ভোটের উপকরণ ছিনতাইসহ আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

এসব ঘটনার জন্য বিএনপি ও জামায়াত-শিবিরকে দায়ী করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। পুলিশ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এক বিএনপি নেতাসহ কয়েকজনকে আটক করেছে।

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উন্মত্ত ধ্বংসযজ্ঞ

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিএনপির নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোট আজকের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রতিহত ও বর্জনের ডাক দেওয়ার পাশাপাশি লাগাতার অবরোধ ও দুই দিনের হরতাল ডেকেছে। এর আগেই বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার রাত পর্যন্ত ফেনী, খুলনা, ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১০টি বিদ্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়।

এমন অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ডে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। গতকাল তাঁর বাসভবনে এক জরুরি ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি পরিকল্পিতভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করছে। বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিরা—

সিলেট : সিলেট-৪ (জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট ও কোম্পানীগঞ্জ) আসনের জৈন্তাপুর উপজেলায় শুক্রবার গভীর রাতে জৈন্তাপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও চারিকাটা ইউনিয়নের তুবাং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়। জৈন্তাপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়টি থানা থেকে প্রায় ৩০০ গজ দূরে। এর ভাণ্ডার কক্ষে দেওয়া আগুনে কয়েকটি বেঞ্চ ও টেবিল পুড়ে গেছে। তুবাং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি কক্ষের দরজা, জানালা ও আসবাব পুড়েছে।

পিরোজপুর : মঠবাড়িয়া উপজেলার মিরুখালী ইউনিয়নের দেবীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দুটি টিনশেড কক্ষে গতকাল ভোরে আগুন দেওয়া হয়। বিদ্যালয়টি ভোটকেন্দ্রের পাশে অবস্থিত। আগুনে দরজা-জানালা পুড়ে গেছে। এ ঘটনায় পুলিশ সুমন মিয়া (২১) ও আরিফ হোসেন (১৮) নামের দুই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে। এ ছাড়া ওহাবিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে সন্ধ্যায় পেট্রলবোমা ছোড়া হয়।

মানিকগঞ্জ : শুক্রবার মধ্যরাতে মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার নিহালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঘিওর উপজেলার পয়লা ও বেগুননাল্টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তরা রমজান আলী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়। তবে এতে বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

দিনাজপুর : দুপুরে দিনাজপুর-৩ (সদর) সংসদীয় এলাকা শহরের সারদেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের চারটি কক্ষে আগুন দেওয়া হয়। আগের দিন মধ্যরাতে জেলা সদরের চাঁদগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, উপশহরের অক্ষির উদ্দিন বিদ্যালয় এবং বড়ইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। এতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বড়ইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। আগুনে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে রাখা শিক্ষা উপকরণ, চেয়ার, টেবিল ও পতাকা পুড়ে গেছে।

সুনামগঞ্জ : গতকাল ভোরে মধ্যনগর থানার দক্ষিণ গড়াকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দোয়ারাবাজার উপজেলার রামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। এ ছাড়া আগের রাতে ধরমপাশা উপজেলার বংশীকুন্ডা দক্ষিণ ইউনিয়নের গড়াকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জয়শ্রী ইউনিয়নের বড়ই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সেলবরষ ইউনিয়নের পরিশাব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দরজায় ও বেঞ্চে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

নাটোর : শুক্রবার রাতে নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনের সিংড়ার চৌগ্রাম ইউনিয়নের খিদ্রগড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ফটকে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ ছাড়া রামানন্দ খাজুরা ইউনিয়নের কয়াপাড়া কৈগ্রাম ভোটকেন্দ্রে দুর্বৃত্তরা একটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটায় এবং আগুন লাগানোর চেষ্টা করে।

ফেনী : সোনাগাজী উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নের ওয়ালিয়া অন্নদাচরণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চরদরবেশ ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও বাণিসপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চেয়ার-টেবিলসহ সব আসবাব ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পুড়ে গেছে। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কর্মকর্তা ডা. হুমায়ুন আহমেদ জানান, আগুনে চরদরবেশ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে দাগনভূঞা উপজেলায় সাতটি বিদ্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়।

বাগেরহাট : গতকাল ভোরে মোরেলগঞ্জ উপজেলার খাউলিয়া ইউনিয়নের এসবড়পরি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়েছে। আগের রাতে পেট্রল ঢেলে উপজেলা নির্বাচন কার্যালয়ের পেছনে একটি প্লাস্টিক পাইপে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা।

নেত্রকোনা : সদর উপজেলার কাংসা, মনাং ও মদনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কলমাকান্দা উপজেলায় জনতা উচ্চ বিদ্যালয়ে শুক্রবার গভীর রাতে আগুন দেওয়া হয়।

ভোলা : লালমোহন ও দৌলতখান উপজেলায় দুটি বিদ্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়েছে। গতকাল দুপুরে আগুন দেওয়া হয় লালমোহনের উত্তর চরউমেদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ভোরে দৌলতখান উপজেলায় একটি বিদ্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়। তিনটি বিদ্যালয়ে আগুন দেওয়ার চেষ্টা চালায় দুর্বৃত্তরা।

নীলফামারী : রাতে ডোমার ও ডিমলা উপজেলায় চারটি ভোটকেন্দ্রে আগুন দিয়েছে জামায়াত-শিবিরের ক্যাডাররা। ডিমলা উপজেলার নাওপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ভোটকেন্দ্রে দুর্বৃত্তরা পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। একই ইউনিয়নে রাত পৌনে ১১টায় সাতজান গ্রামের সাতজান নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে আগুন লাগিয়ে দেয় জামায়াত-শিবিরের কর্মীরা। একই সময়ে ডোমার উপজেলার ডোমার সরকারি কলেজ ভোটকেন্দ্রে ও ডোমার হাই স্কুল ভোটকেন্দ্রে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। শুক্রবার রাতে গোবাচড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়।

সিরাজগঞ্জ : বেলকুচি উপজেলার তামাই বাজার, চরনবীপুর কান্দাপাড়া ও দেলুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুক্রবার মধ্যরাতে আগুন দেওয়া হয়। তবে দ্রুত আগুন নিভিয়ে ফেলতে পারায় ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

রাজশাহী : গত শুক্রবার রাত ও গতকাল শনিবার চারঘাট উপজেলার সারদা সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ও বালিয়াডাঙ্গা সারদা উচ্চ বিদ্যালয়, সলুয়া ডিগ্রি কলেজ ও নন্দগাছী এবং নগরীর পবার বায়া মডেল স্কুল ও শ্যামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সারদা উচ্চ বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়টির চারটি শ্রেণীকক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নন্দগাছী উচ্চ বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র নয় বলে নিশ্চিত করেছেন চারঘাটের ইউএনও কামরুজ্জামান।

শেরপুর : শুক্রবার রাতে সদর উপজেলার পাকুরিয়া ইউনিয়নের গনইডকুয়া পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বলাইরচর ইউনিয়নের পাইকুরতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গাজীর খামার ইউনিয়নের গাজীর খামার উচ্চ বিদ্যালয়ে পেট্রল ঢেলে আগুন দেওয়া হয়।

টাঙ্গাইল : সদর উপজেলার ঢেলি করটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গোপালপুর উপজেলার মাহমুদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়।

বরিশাল : শুক্রবার রাতে জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মুলাদী উপজেলার বরায়শলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হিজলা উপজেলার চর মেমানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়।

লক্ষ্মীপুর : রামগঞ্জ উপজেলার কোমরতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে গতকাল রাতে হামলা চালিয়ে পুলিশের দুটি রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়া হয়। অগ্নিদগ্ধ পুলিশ কনস্টেবল ইমাম উদ্দিনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। শুক্রবার গভীর রাতে রামগঞ্জ ও রায়পুর উপজেলায় ১১টি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে চারটি বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি চেয়ার-টেবিলসহ নতুন বছরের পাঠ্য বই পুড়ে গেছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ১০টিই রামগঞ্জের।

গাইবান্ধা : গতকাল পলাশবাড়ী উপজেলার মহেশপুর, বিশ্রামগাছি, বড় গোবিন্দপুর, নারায়ণপুর ও সুলতানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া কেন্দ্র না হওয়া সত্ত্বেও প্রফেসর পাড়ার বঙ্গবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) : উপজেলার আউখাবো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুটি কক্ষে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

বরগুনা : বরগুনা সদর উপজেলার দক্ষিণ লেমুয়া, মধ্য পাঠাকাটা, কে লতাবাড়িয়া, আমতলীর মধ্য আড়পাঙ্গাশিয়া ও বেতাগীর পূর্বরানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুক্রবার রাতে আগুন দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহ : সদর উপজেলার বিষয়খালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মহারাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শৈলকুপার ললিত মোহন ভূঁইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পেট্রল দিয়ে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা।

কুমিল্লা : গতকাল মুরাদনগর উপজেলার বেড়ারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং লাকসামের ধামৈচাঁদ, বাতাখালী, শালিপুর, চিকনিয়া, পাশাপুর ও কোমড়ার ডোগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং আতাকরা উচ্চ বিদ্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়েছে।

বগুড়া : শুক্রবার রাত থেকে গতকাল রাত পর্যন্ত কাহালু উপজেলার কালাপাড়া, নন্দীগ্রাম উপজেলার রিদইল ও কড়্ণী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গাবতলী উপজেলার চক কাগইল, সর্ধনকুঠি ও মধ্যকাতুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শাজাহানপুর উপজেলার শহীদ জিয়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়।

পটুয়াখালী : সদর উপজেলার নন্দকানাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দশমিনার দক্ষিণ দাশপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুক্রবার রাতে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

ফরিদপুর : চরভদ্রাসন উপজেলার চরহরিরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পেট্রলবোমা মেরে আগুন দেওয়া হয়।

সাতক্ষীরা : জামায়াত-শিবিরের কর্মী-সমর্থকরা গতকাল সকালে সদর উপজেলার শিবপুর ইউনিয়নের গদাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগুন দেয়।

কিশোরগঞ্জ : করিমগঞ্জের গুজাদিয়া-২ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ন্যায়কান্দি ও গাঙ্গাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়।

নওগাঁ : সদর উপজেলার ফতেপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বিকেলে ব্যালট, ব্যালট বাক্স ও নির্বাচনী সামগ্রী পৌঁছার মুহূর্তে দুর্বৃত্তরা কেন্দ্রের একটি কক্ষের জানালা দিয়ে কেরোসিন দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : গতকাল ভোরে সদর উপজেলার ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে চারটি কক্ষের চেয়ার, টেবিল, বই-খাতা পুড়ে গেছে।

রাজধানী : গতকাল সকাল ৭টার দিকে দক্ষিণখান থানাধীন গাওয়াইর আদর্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। তবে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই স্থানীয় লোকজন তা নিভিয়ে ফেলে। কদমতলী থানাধীন কেএম মাইনুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ছয়টি বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়।

সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) : উপজেলার পাঁচটি ভোটকেন্দ্রে আগুন দিয়েছে ১৮ দলীয় জোটের নেতা-কর্মীরা। কেন্দ্রগুলো হলো ছদাহা মোহাম্মদীয়া ফাযিলিয়া মাদ্রাসা, ঢেমশা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ছদাহা উচ্চ বিদ্যালয়, ছদাহা আদর্শ মহিলা মাদ্রাসা ও উত্তর ছদাহা রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ সময় ব্যালট ও ব্যালট বাক্স ছিনতাই, আগুন, অস্ত্র লুটের ঘটনাও ঘটে। তবে আনসারের অস্ত্রটি পরে উদ্ধার করা হয়। রাতে কেরানীহাট এবং লোহাগাড়ার বটতলী স্টেশনে কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণের পাশাপাশি স্থানীয় শাহ আমানত হাসপাতালে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়।

যশোর : মণিরামপুর ও অভয়নগরে ১১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বোমা মারা হয়েছে। শুক্রবার রাতে মণিরামপুরের বিজয়রামপুর, আহেরপুর ও পাড়িয়ালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং গোড়াডাঙ্গা, ডাঙ্গামহিষদিয়া, খেদাপাড়া ও দাউড়ী ষষ্ঠিতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে বোমা মারা হয়। গতকাল সন্ধ্যায় বোমা মারা হয় অভয়নগরের নাউলী উচ্চ বিদ্যালয়, এসআর প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রেমবাগ বিদ্যালয় ও চাপাতলা মাদ্রাসার সামনে।

মাগুরা : সদরের বরুনাতৈল ও শ্রীকুণ্ঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গতকাল রাতে ভাঙচুর ও পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে দুটি বিদ্যালয়ের দুটি কক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে ভোটের কোনো উপকরণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

রংপুর : দুটি নির্বাচনী এলাকার আটটি বিদ্যালয়ে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার গভীর রাতে দেওয়া আগুনে এসব কেন্দ্রের আসবাবপত্র, বেঞ্চ, বইসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পুড়ে যায়। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো রংপুর-৬ (পীরগঞ্জ) আসনের ভেণ্ডাবাড়ী ভীমশহর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বড় আলমপুর ইউনিয়নের পল্লীচড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রংপুর নগরের মাহিগঞ্জ মহিন্দ্রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আক্কেলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আক্কেলপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও মুলাটোল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং পীরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ঝিনাইদহ : কোটচাঁদপুর উপজেলার মামুনশিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে রাত সাড়ে ১১টার দিকে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বাধা দিতে গিয়ে এসআই মিলন, কনস্টেবল জানিবুর ও আনসার সদস্য অহিদুল আহত হন।

নির্বাচনী সরঞ্জাম ছিনতাই, আগুন : এ ছাড়া গাইবান্ধা, কুমিল্লা ও লক্ষ্মীপুরসহ বিভিন্ন জেলায় ব্যালট, ব্যালট বাক্সসহ ভোটের উপকরণ ছিনতাই হয়েছে। দুর্বৃত্তরা এসব উপকরণ ছিনিয়ে নিয়ে আগুন দেয়।

গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর উপজেলার ইদিলপুর ইউনিয়নের কুশামহিপুর ও তাজনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের ভোটের উপকরণ ছিনিয়ে নিয়ে অগ্নিসংযোগ করেছে নির্বাচনবিরোধীরা। একইভাবে কমলনগর উপজেলায় নির্বাচনী সরঞ্জাম বহন করায় ট্রাকে আগুন দেয় ১৮ দলের নেতা-কর্মীরা। এ ছাড়া কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়ে নির্বাচনী সরঞ্জাম ছিনতাই করেছে বিএনপি ও জামায়াত-শিবিরের কর্মীরা। এ সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে এক ইউনিয়ন যুবদল সভাপতিসহ দুজন জখম হয়।

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার রামগঞ্জের মাহিমপুর উচ্চ বিদ্যালয়, পানিওয়ালা ও কেমরতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে ব্যালট পেপার ছিনতাই করে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এ সময় ৮-১০টি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। হামলায় পুলিশের উপপরিদর্শকসহ ১০ জন আহত হয়েছে।

দিনাজপুর-৪ নির্বাচনী এলাকার কাচিনিয়া, বালাপাড়া এবং পার্বতীপুরের বড়হরিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে সন্ধ্যায় নির্বাচনী সামগ্রী ছিনতাই করা হয়।

নীলফামারীর জলঢাকা পৌরসভার বাড়ঘড়িপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র থেকে ব্যালট পেপার ও বাক্সসহ নির্বাচনী সরঞ্জাম ছিনিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে জামায়াত-শিবিরের ক্যাডাররা। এ ঘটনায় নিরাপত্তাকর্মী আনসার সদস্য হরিচন্দ্র আহত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ চার রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। এ ছাড়া উপজেলার কাঁঠালি ইউনিয়নের উত্তরদেশি বাই গ্রামের কাঁঠালি ইউপি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র থেকেও নির্বাচনী সরঞ্জাম ছিনিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটে।

এ ছাড়া টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরের হেমনগর ইউনিয়নের নলিনী কেন্দ্র ও খানুরপাড়া স্কুল এবং গিলাপাড়া কলেজ কেন্দ্রে ব্যালট পেপার ছিনতাই হয়।